ঝিনাইদহে দৈনিক রানার পত্রিকার ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ঝিনাইদহে উৎসবমুখর পরিবেশে দৈনিক রানার পত্রিকার ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় আলোচনা সভা ও কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

পত্রিকাটির ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি বসির আহম্মেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতার দায়িত্বশীলতা, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং গণমানুষের অধিকার ও প্রত্যাশা তুলে ধরার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও এটিএন বাংলার প্রতিনিধি নিজাম জোরদার বাবলু, একুশে টেলিভিশনের এম রায়হান, দৈনিক দেশ রূপান্তরের জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসলাম রবি, এসএ টিভির ফয়সল আহমেদ, চ্যানেল ২৪-এর সাদ্দাম হোসেন, সদর থানার ওসি (তদন্ত) ব্রজেন কুমারসহ অন্যান্য গণমাধ্যম কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ। সত্য ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজের অসংগতি তুলে ধরা এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সততা, নৈতিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

তাঁরা আরও বলেন, সমাজের সমস্যা ও সম্ভাবনার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, উন্নয়ন এবং জনদুর্ভোগের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে সংবাদমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে গণমাধ্যমকে অবদান রাখতে হবে।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘ পথচলায় দৈনিক রানার পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে

ধরার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে। ভবিষ্যতেও পত্রিকাটি বস্তনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনা সভা শেষে দৈনিক রানার পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে কেক কাটা হয়।

একটি পত্রিকা, একটি প্রভাতের প্রতিশ্রুতি

নবাবী আমলের শেষ সূর্যোদয় হয়েছিল পলাশীর আম্রকাননে— সেটি ছিল এক যুগের অবসানের প্রতীক। সেই সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি অধ্যায় চিরতরে নিভে যায়। কিন্তু ইতিহাস কখনো শূন্যতায় থেমে থাকে না। সময়ের স্রোত নতুন প্রভাতের জন্ম দেয়।

বহু বছর পর, সেই বাংলার বুকেই আবার সূর্য ওঠে— এবার স্বাধীনতার, আত্মমর্যাদার, জাতিসত্তার সূর্য। সেই সূর্যোদয়ের পুণ্যভূমি মুজিবনগর। মুজিবনগরের আম্রকানন— একটি নাম, একটি স্থান, অথচ তার ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি জাতির পুনর্জন্মের ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল, দগ্ধ-রক্তাক্ত এক সময়ের মধ্যে এখানেই শপথ নেয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। সেই শপথ ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়; ছিল প্রতিজ্ঞা, ছিল সংগ্রামের অঙ্গীকার, ছিল স্বাধীনতার অগ্নিশপথ। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন গর্জে উঠছে বন্দুক, চারদিকে অনিশ্চয়তা, তবুও সেই সরকার নেতৃত্ব দিয়েছিল নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকে— একটি জাতিকে পৌঁছে দিয়েছিল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।

মেহেরপুর জেলা— নিরীহ, কৃষিনির্ভর, শান্ত এক জনপদ। এই মাটিতে ধানের শিষ দোলে, কৃষকের ঘামে সিঞ্চিত হয় জীবনের চক্র। কিন্তু এই সরলতার আড়ালেই লুকিয়ে আছে গভীর ইতিহাস, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের কাহিনি। এখানকার মানুষ যেমন জমিতে ফসল ফলায়, তেমনি সময়ের প্রয়োজন হলে ইতিহাসও রচনা করে। আর সেই ইতিহাসকে ধরে রাখার, লালন

করার এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম— সংবাদপত্র। মেহেরপুর জেলায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল “পরিচয়” দিয়ে। নামের মধ্যেই ছিল এক ধরনের আত্মপরিচয়ের সন্ধান। সেই পত্রিকা ছিল সময়ের দর্পণ, সমাজের ভাষ্যকার। সময় বদলেছে, মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু মানুষের কথা বলার প্রয়োজন কখনো বদলায়নি। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ‘আমাদের সূর্যোদয়’ এবং ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এই দুই পত্রিকা জেলার মানুষের কথা বলার দায়িত্ব বহন করছে। এর মধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিন একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করেছে। ২৬ মার্চ পত্রিকাটি আট বছরপূর্তী। ২৭ মার্চ নয় বছরে পদার্পণ করেছে।

আট বছর— সময়ের হিসাবে হয়তো দীর্ঘ নয়, কিন্তু একটি জেলা-ভিত্তিক পত্রিকার জন্য এটি এক বিশাল অর্জন। কারণ একটি পত্রিকা টিকিয়ে রাখা মানে শুধু ছাপাখানার কালি আর কাগজ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, পেশাগত চ্যালেঞ্জ, সামাজিক চাপ এবং অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিকূলতাও। একটি পত্রিকা যখন পথচলা শুরু করে, তখন তার সামনে থাকে হাজারো অনিশ্চয়তা। পাঠক পাবে কি না, বিজ্ঞাপন আসবে কি না, সত্য প্রকাশের সাহস ধরে রাখা যাবে কি না— এসব প্রশ্ন প্রতিনিয়ত তাড়া করে। সেই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও মেহেরপুর প্রতিদিন ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এটি শুধু একটি সংবাদমাধ্যম নয়, বরং একটি আস্থার নাম হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা, দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করা, সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরা— এসব দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়। বরং অনেক সময় এই দায়িত্বই হয়ে ওঠে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ পথেই সাহসিকতার সঙ্গে হেঁটেছে মেহেরপুর প্রতিদিন। জেলার বিভিন্ন সমস্যা, অবহেলিত মানুষের কষ্ট, স্থানীয় প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা কিংবা সামাজিক অসঙ্গতি— সবকিছুই তারা তুলে ধরেছে নির্ভীকভাবে। ফলে পত্রিকাটি দ্রুতই হয়ে উঠেছে গণমানুষের মুখপত্র।

একটি পত্রিকার প্রকৃত শক্তি তার পাঠকের মধ্যে। যখন পাঠক বিশ্বাস করে— এই পত্রিকা তার কথা বলবে, তার সমস্যাকে গুরুত্ব দেবে, তখনই সেই পত্রিকা সত্যিকারের শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেহেরপুর প্রতিদিন সেই বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। একটি ছোট্ট গ্রামের কোনো কৃষকের সমস্যা, কোনো শিক্ষার্থীর স্বপ্ন, কোনো নারীর

সংগ্রাম— সবকিছুই এই পত্রিকার পাতায় জায়গা পেয়েছে। এটি কেবল সংবাদ পরিবেশন করে না; এটি মানুষের গল্প বলে। কখনো প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে, কখনো আশার আলো জ্বালায়। কোনো একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে যখন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, কোনো সমস্যার সমাধান হয়— তখনই একটি পত্রিকার সার্থকতা পূর্ণতা পায়।

তবে এই পথ সহজ ছিল না। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অনলাইন মিডিয়ার প্রতিযোগিতা— সবকিছু মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হয়েছে। বর্তমান সময়ে সংবাদপত্রের জগতে টিকে থাকা মানেই প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলা। সেই চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছে মেহেরপুর প্রতিদিন। ডিজিটাল যুগে যখন তথ্যের বন্যা, তখন সত্য যাচাই করে নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। ভুয়া খবরের ভিড়ে সত্যকে আলাদা করে তুলে ধরা— এটি এক ধরনের নৈতিক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করেছে এই পত্রিকাটি। মেহেরপুরের মানুষ যেমন পরিশ্রমী, তেমনি তাদের মনও উদার। তারা ভালোবাসে নিজের মাটি, নিজের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটি পত্রিকা যখন তাদের পাশে দাঁড়ায়, তখন সেটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠান থাকে না— এটি হয়ে ওঠে পরিবারের অংশ।

আজ যখন মেহেরপুর প্রতিদিন নবম বছরে পদার্পণ করছে, তখন এটি কেবল একটি বার্ষিকী নয়; এটি একটি যাত্রার মাইলফলক। এই নয় বছর পত্রিকাটিকে শিখিয়েছে কীভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকতে হয়, কীভাবে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হয়, কীভাবে সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়—— পলাশীর আম্রকাননে একটি সূর্য অস্ত গিয়েছিল, আর মুজিবনগরের আম্রকাননে আরেকটি সূর্য উদিত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আজও প্রতিদিন সূর্য ওঠে— সংবাদপত্রের পাতায়, মানুষের কণ্ঠে, সত্যের আলোয়। মেহেরপুর প্রতিদিন সেই আলোরই একটি অংশ। এটি প্রতিদিন নতুন সূর্যোদয়ের বার্তা নিয়ে আসে— সত্যের, সাহসের, ন্যায়বিচারের। আট বছর পার করে এটি প্রমাণ করেছে— ইচ্ছা থাকলে, সাহস থাকলে, দায়বদ্ধতা থাকলে একটি ছোট্ট শহরের পত্রিকাও বড় হয়ে উঠতে পারে মানুষের হৃদয়ে। আগামী দিনের পথ আরও দীর্ঘ, আরও চ্যালেঞ্জিং।

কিন্তু ইতিহাস বলে— যে মাটিতে একবার সূর্য ওঠে, সেই মাটিতে অন্ধকার চিরস্থায়ী হয় না। মেহেরপুরের মাটিও তেমনই। এখানকার প্রতিটি ভোর নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে আসে। আর সেই সম্ভাবনার সঙ্গী হয়ে, মানুষের পাশে থেকে, সত্যের পথে অটল থেকে— মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে আরও অনেক দূর। কারণ, এটি শুধু একটি পত্রিকা

নয়— এটি একটি প্রতিশ্রুতি, একটি বিশ্বাস, একটি চলমান সূর্যোদয়।

আলমডাঙ্গায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আলমডাঙ্গায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পত্রিকার আলমডাঙ্গা কার্যালয়ে কেক কেটে ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সময়ের সমীকরণ পত্রিকার আলমডাঙ্গা ব্যুরো প্রধান খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, দৈনিক মাথাভাঙ্গার ব্যুরো প্রধান রহমান মুকুল, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার ব্যুরো প্রধান প্রশান্ত বিশ্বাস, দৈনিক খাসখবরের ব্যুরো প্রধান তানভীর সোহেল, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যুরো প্রধান আতিক বিশ্বাস, দৈনিক লোকসমাজের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি ফিরোজ ইফতেখার, দৈনিক মাথাভাঙ্গার সহকারী ব্যুরো প্রধান শরিফুল ইসলাম রোকন এবং দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের সহকারী ব্যুরো প্রধান রানা আফিন্দি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম পিন্টু, কবি গোলাম রহমান, কবি সিদ্দিকুর রহমান, কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, জাহাঙ্গীর আলম, কিশোর কারনিকসহ আরও অনেকে।

দামুড়হুদায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ১১ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে দামুড়হুদায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাব হলরুমে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

এ সময় অতিথিবৃন্দ বলেন, সময়ের সমীকরণ একটি পরিচ্ছন্ন ও তথ্যনিষ্ঠ দৈনিক। সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশনের কারণে পত্রিকাটি পাঠকের আস্থা অর্জন করেছে। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চললে একদিন পত্রিকাটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিকে পরিণত হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য সাংবাদিক এবং পত্রিকার সঙ্গে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিবেদক মোজাম্মেল শিশিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির। বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল মতিন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তাছির আহমেদ, হাবিবুর রহমান, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, সদস্য জহিরুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাজাহান আলীসহ প্রেসক্লাবের অন্যান্য সাংবাদিক।

[redacted]

“[redacted]” [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

প্রদান করা হয়েছে।

গত শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে চারটায় মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবনিযুক্ত সম্পাদক, শিক্ষাবিদ, কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন করমদি কলেজের অধ্যক্ষ ড. এমদাদুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নজরুল একাডেমীর সহ-সভাপতি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক শাহিনা আক্তার, নজরুল একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান মাস্টার।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক সুশীল কুমার, অক্সফোর্ড কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ জানে আলমসহ জেলার শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

গত ২৭/০৪/২০২৫ তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত মেহেরপুর হাসপাতালে নারী ও শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা বন্ধ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আজ সোমবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা.শাহারিয়া শায়লা জাহান প্রতিবাদ পত্র মেহেরপুর প্রতিদিনকে পাঠিয়েছেন।

প্রতিবাদ পত্রে তিনি বলেন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মেহেরপুরের চিকিৎসক মাহবুবুর রহমানের সাথে রোগীর স্বজনদের সহিত কথাকাটাকাটি হয় এবং শিশু ও মহিলা ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু অত্র হাসপাতালের ৩য় তলায়

শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল না বা বর্তমানে বন্ধ নাই। হাসপাতালের ২য় তলায় মহিলা ও মেডিসিন ওয়ার্ডে রোগীর স্বজন ও স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজনের প্রভাবে চিকিৎসাসেবা সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলেও চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল না বা বর্তমানে বন্ধ নাই।

চুয়াডাঙ্গায় দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারকে হুমকি

চুয়াডাঙ্গায় দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সোহাগ জোয়ার্দ্দারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে। সোহাগ জোয়ার্দ্দার ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে ঢাকাতে কর্মরত আছেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের দিননাথপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

এ বিষয়ে সোহাগ জোয়ার্দ্দার বলেন বুধবার আমি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দিননাথপুর গ্রামের বটতালায় সন্ধ্যা সাতটায় সময় ইমান আলীর চায়ের দোকানে বসে ছিলাম হটাৎ কিছু এলাকায় বাইরের লোকজন এসে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। আমি তাদের নিষেধ করলে তারা আমাকে প্রাণ নাশের এবং জখমের হুমকি দেয়।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি ঘটনা এবং এরা সকলে স্থানীয় চেয়ারম্যানের লোকজন বলে দাবি করেন তিনি। এক পর্যায়ে তারা উত্তেজিত হলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আমি রক্ষা পায়। এই বিষয়ে আমি পরের দিন বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার সময় দিননাথপুর গ্রামের হোসেন ছেলে বাবুল (৫৫) কে প্রধান অভিযুক্ত করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় ১২ জনের বিরুদ্ধে সাধারণ ডাইরি করেছি।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী

বলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দিননাথপুরে একজন সাংবাদিকের উপর হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করেছে তিনি। তদন্ত সাপেক্ষে আমরা এটির ব্যবস্থা নিব।

দামুড়হুদায় দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুর ৩টার সময় সকালের খোঁজখবর পত্রিকার আয়োজনে দামুড়হুদা আবাসিক হোটেল এন্ড কমিউনিটি সেন্টারে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হারুনার রসিদ পান্না, প্রধান আলোচক ছিলেন দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সোহেল রানা।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিবেদক মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পচিমঞ্চল প্রত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহেরপুর প্রতিদিন প্রত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতাসহ উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধি বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক দৈনিক সকালের খোঁজ খবর পত্রিকা’র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সোহেল রানা বলেন, আপনারা সাংবাদিক জাতির বিবেক, আপনাদের সকলের কাছ থেকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আশা করি। কোন

ভুল ভাল সংবাদ পরিবেশন করবেন না। দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকায় এক সময় আমি আপনাদের মতো প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছি। আজ আমি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। আপনাদের সবার আন্তরিকতা থাকলে সকালের খোঁজখবর পত্রিকা এক সময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করবে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন অত্র পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম মানিক।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দৈনিক পচিমাঞ্চল পত্রিকার দর্শনা প্রতিনিধি চঞ্চল মেহমুদ।

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে পত্রিকাটিকে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে। জেলার শিক্ষা,শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়ন তুলে ধরে পথ্রিকাটিকে গণমানুষের মুখপাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দৈনন্দিন সংবাদের পাশাপাশি অনুসন্ধানমুলক সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকের হৃদয়ে ঠায় করে নিতে হবে। জেলার উন্নয়ন অনিয়ম দুর্ণীতি, কৃষি, শিক্ষা সার্বিক বিষয় তুলে আনারও তাগিদ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব মতামত তুলে ধরেন জেলার বিশিষ্টজনেরা।

গতকাল বুধবার (২৭ মার্চ) মেহেরপুর প্রতিদিনের সভাকক্ষে এই আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান শিল্পপতি এমএএস ইমন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ইয়াদুল

মোমিন।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরের শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার ধারণ করে মেহেরপুর প্রতিদিন ছয় বছর পার করে আজ ৭ বছরে পা রেখেছে, এই শুভক্ষণে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও জানাচ্ছি। নানাধরণের প্রতিকুলতা পার করে আজ মেহেরপুর প্রতিদিন এখন আলোর পথে পৌছেছে। ইলেক্ট্রিনিক মিডিয়ার যুগে কাগজের চাহিদা কমে গেছে। কিন্তু তার পরেও কাগজের পত্রিকার চাহিদা রয়ে গেছে। আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সর্বহারাদের সেই যুগ থেকে আলোর পথে এসেছি। যে ছেলেটি রাতে বিছানা থেকে হারিয়ে যেতো সকালে পত্রিকার মাধ্যমে তার লাশের খবর পেতাম। সেই দুর্বিষহ অবস্থা এখন আর নেই। সেখান থেকে আমরা এখন অনেকদুর এগিয়ে এসেছি।

পৃথিবীর বড়বড় দেশগুলোতে এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া একটি যায়গায় পৌছেছে। সেখানে মানুষ কাগুজে পত্রিকা আর পড়তে চাইনা। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা গেছে কাগুজে পত্রিকা আগের যায়গাই আছে। আমরা যতই পার করিনা কেনো প্রয়োজনীয়তা আমাদের সবকিছু রয়ে গেছে। প্রকাশনার শুরুতে মেহেরপুর প্রতিদিন আমাদের সমাজের দর্পণ হিসেবে এসেছিল। আজকের বাস্তবতায় এই পত্রিকাটি ঠিক সেই যায়গায় আছে। মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সমাজে বড় বাধা মাদক, জঙ্গিবাদ ক্যসিনো। তারপরেও এগিয়ে যেতে হবে। সকল প্রকার দূর্ণীতি, অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। মেহেরপুরের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া জেলার সঙ্গীত, নাট্য, যাত্রাসহ নানাদিক তুলে ধরতে হবে, যাতে আগামীতে পত্রিকাটি জেলার মানুষের মনের অভাব দুর করে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বলেন, সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা খুব গুরত্বপূর্ণ কাজ। এটি সহজ কোনো কাজ নয়। এখানে অনেক কিছুই জানার আছে। কিন্তু আমরা নানা কারনে সেটি ধরে রাখতে পারিনি। ন্বাধীনতা উত্তরকালে এজেলাতে অনেক বিজ্ঞজন সাংবাদিকতা করে গেছেন। সাপ্তাহিক মুজিবনগর, পরিচয়, পশ্চিমাঞ্চল ও দৈনিক মেহেরপুর পত্রিকা প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু নানা কারনে সেগুলো টিকে থাকতে পারিনি। সেখানে মেহেরপুর প্রতিদিন নানা ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে আজ সপ্তম বর্ষে পা রেখেছে।

তিনি বলেন, অনলাইনের যুগে প্রিন্ট পত্রিকা আজ হুমকির মুখে। প্রিন্ট পত্রিকা প্রকাশ এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। কিন্তু নানা কারনে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। সাহষ সংগ্রাম সংকল্পের পথ ধরে পত্রিকাটি এগিয়ে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, এই জেলাতে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে।জেলাতে অনেকের টাকা পয়সা আছে। কিন্তু সেসব লোক অন্য যায়গায় খরচ করতে অভ্যস্ত। সাহষ, সম্পৃতি, সম্পর্কের সাথে অনেক দুর এগিয়ে যাবে এবং সমাজকে বদলে দেওয়া ও পরিবর্তন করাসহ সামাজিক, ভ্রাতিক, শিল্প, সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রত্যয় নিতে হবে।

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। ভয় করলে হবেনা, সাহষিকতার সাথে আগামীতে পত্রিকাটি তাদের স্বকীয়তা ধরে রাখবে। মেহেরপুর প্রতিদিন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে মানুষের মন জয় করেছে। আগামীতেও বস্তুনিষ্ঠ, সত্য সংবাদ পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করবে।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, হাটিহাটি পাপা করে মেহেরপুর জেলাসহসহ আশেপাশের জেলাগুলোতেও যায়গা করে নিয়েছে পত্রিকাটি। পত্রিকাটি আগামীতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবে, দেশের উন্নয়ন তুলে ধরবে, শিক্ষা সংস্কৃতি তুলে ধরবে ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলবে।

তিনি বলেন, সততা ও সাহসিকতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরে। পত্রিকার মাধ্যেম মেহেরপুরের হারিয়ে যাওয়া বিষয়গুলো তুলে ধরবে এছাড়া জেলার উন্নয়ন তুলে ধরবে।

তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে অশুভ একটা ছায়ার মধ্যে পড়ে আছে। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এই প্রত্যাশা করছি।

বিশিষ্ট কবি ও প্রাবান্ধিকগাজি রহমান বলেন,মেহেরপুর প্রতিদিন অনেকটাই পরোয়া না করে চলে। মেহেরপুর প্রতিদিন শীরদাঁড়া খাড়া করে চলার প্রবনতা ধরে রেখেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ডোন্ট কেয়ার মনভোব লক্ষ করা যায় পত্রিকাটির মধ্যে।
আমরা কেউ বিদ্যাসাগর বা নজরুল হতে পারবোনা। তবে, তাদের অনুকরণ করতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমন বলেন,জনগনের মুখপাত্র শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হয়েছে মেহেরপুর প্রতিদিন। মেহেরপুর প্রতিদিন তিলে তিলে ছয় বছর পার করেই আজকের এই অবস্থানে পৌছেছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার সূতিকার মেহেরপুর জেলার পত্রিকা প্রকাশের পথচলা শুরুটায় ছিল নানা জটিলতা। তিনি বলেন এখন মিডিয়া ইমেজ নাই বললেই চলে। এখন ফেসবুকে পেজ খুলেই সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সততা ও সাহসিকতার সাথেই মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন হোটেল আটলান্টিকা, অনলাইন জুয়াসহ নানা অসঙ্গতি তুলে ধরায় অনেকে হোঁচট খেয়েছে তারা। মেহেরপুর প্রতিদিন তার স্বকীয়তা বজায় রেখে মেহেরপুরে একটি বিপ্লব ঘটাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরবে। ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য জেলার সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে অনুরোধ করেন।

সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম বলেন, শুরু থেকে মেহেরপুর প্রতিদিন অত্যন্ত সাহষিকতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। তারা কোনো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ঝোল টানাটানি করেনা। পত্রিকাটি আগামীতে দূঢ়তার সাথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অব আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সকল দৈনতা কাটিয়ে আগামীতে স্ব মহিমায় এগিয়ে যাবে।